সংবাদ

3 1 AUG 2008

গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জে ৯ কি.মি'র মধ্যে ১৩ কলেজ

প্রতিনিধি, গাইবান্ধা

কলেজ প্রতিষ্ঠার সব নিয়ম-কানুন উপেক্ষা করে গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জ উপজেলায় মাত্র ৯ কি.মি. এলাকার মধ্যে গড়ে উঠেছে ১৩টি কলেজ। ৫০ থেকে ২০০ গজ দূরত্বের মধ্যে একাধিক কলেজ রয়েছে। অথচ নিয়মানুযায়ী মফঃস্বল এলাকায় একটি কলেজ থেকে অন্য কলেজের দূরত্ব থাকার কথা ৬ কি.মি.। এছাড়া ৭৫ হাজার জনগণের জন্য একটি কলেজ স্থাপনের নিয়ম থাকলেও তা মানা হয়নি। এর মধ্যে ১৯৯৫ থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত সাত বছরে ১২টি কলেজ গড়ে ওঠে। শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগসাজশে তৎকালীন সাংসদদের প্রভাবে কিছু সুবিধাভোগী নিয়োগ বাণিজ্যের স্বার্থে এসব কলেজ গড়ে তুলেছে।

সরেজমিন ঘুরে দেখা গেছে, ১৩ কলেজের মধ্যে শ্রীপুর ইউনিয়নে প্রথম ১৯৮৬ সালে ধর্মপুর আবদুল জোব্বার ডিগ্রি কলেজ গড়ে ওঠে। এই কলেজ থেকে ৫ কি.মি. উত্তরে ১৯৯৫ সালে বেলকা ইউনিয়নে বেলকা ডিগ্রি কলেজ, ৪ কি.মি. পশ্চিমে একই সালে ছাপড়হাটি ইউনিয়নে শোভাগঞ্জ ডিগ্রি কলেজ, ৩ কি.মি. পূর্বে ১৯৯৬ সালে চণ্ডিপুর ইউনিয়নে চণ্ডিপুর এফ হক উচ্চ বিদ্যালয় এন্ড কলেজ, সাড়ে ৩ কি.মি. উত্তরে ১৯৯৮ সালে কঞ্চিবাড়ি ইউনিয়নে ধুবনী মহিলা কলেজ, ৩ কি.মি. ২০০ গজ উত্তরে একই সালে ধুবনী কঞ্চিবাড়ি কলেজ, ৯ কি.মি. উত্তর-পশ্চিমে একই সালে রামজীবন ইউনিয়নে বাজারপাড়া কলেজ, ৫০০ গজ উত্তরে ২০০০ সালে শ্রীপুর ইউনিয়নে ধর্মপুর এসআইডি কারিগরি ভোকেশনাল স্কুল এন্ড কলেজ, সাড়ে ৩ কি.মি. উত্তরে একই সালে কঞ্চিবাড়ি ইউনিয়নে ধুবনী মতিয়ার রহমান টেকনিক্যাল এন্ড বিএম কলেজ, সাড়ে ৩ কি.মি. উত্তরে একই সালে একই ইউনিয়নে আলহাজ্ব সেলিমা মাধ্যমিক ও কারিগরি কলেজ, ৪ কি.মি. পশ্চিমে ২০০২ সালে ছাপড়হাটি ইউনিয়নে শোভাগঞ্জ মহিলা কলেজ, সাড়ে ৮ কি.মি. উত্তর-পশ্চিমে একই সালে রামজীবন ইউনিয়নে বাজারপাড়া কারিগরি স্কুল এন্ড বিএম কলেজ ও ৫০০ গজ উত্তরে একই সালে শ্রীপুর ইউনিয়নে ধর্মপুর মহিলা কলেজ গড়ে উঠেছে। ৩৫ হাজার লোক অধ্যুষিত কঞ্চিবাড়ি ইউনিয়নে চারটি ও ৩১ হাজার লোক অধ্যুষিত শ্রীপুর ইউনিয়নে ৩টি কলেজ রয়েছে।

ধর্মপুর আবদুল জোব্বার ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ সাইদুর রহমান জানান, ২২ বছরের পুরনো একটি কলেজের পাশে আরেকটি কলেজ স্থাপন না করার জন্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছিল। তারপরও সামান্য ব্যবধানে আরেকটি কলেজ স্থাপনে অনুমতি দেয়া হয়েছে। ধর্মপুর মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ সোহেল আলম জানান, ৬ কি.মি. দূরত্বের মধ্যে একাধিক কলেজ হয় না। তবে নারী শিক্ষার প্রসারে এটি মহিলা কলেজ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বেলকা ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ দিদারুল ইসলাম মণ্ডল জানান, কম দূরত্বে কলেজ স্থাপন না করার জন্য রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান ও ডেপুটি ইন্সপেক্টরকে লিখিতভাবে জানিয়েও কোন কাজ হয়নি। শোভাগঞ্জ ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ দেলওয়ার হোসেন নূরী জানান, কলেজ আধিক্যের কারণে কোন কোন কলেজের শিক্ষক ছাত্রছাত্রীদের বিনা বেতনে লেখাপড়ার প্রলোভন দেখাচ্ছেন। ফলে ছাত্রছাত্রীরা নানা সুযোগ-সুবিধা দাবি করছে। দাবি না মানলে তারা অন্য কলেজে ভর্তির হুমকি দিচ্ছে।

কঞ্চিবাড়ি ইউনিয়নের ধুবনী গ্রামের সমাজসেবক আকরামুল হাসান জানালেন, অধিকাংশ কলেজে যে পরিমাণ ছাত্রছাত্রী ও জমি দেখানো হয়েছে বাস্তবে তা নেই। এছাড়া কলেজ স্থাপন ও এমপিওভুক্তির বিষয়ে স্থানীয় এমপিদের প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ সহযোগিতা রয়েছে। গাইবান্ধা-১ (সুন্দরগঞ্জ) আসনের সাবেক জাপা (এ) দলীয় সাংসদ ওয়াহেদুজ্জামান সরকার বাদশা জানান, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের কাছে মানুষের প্রত্যাশা থাকে। তাই কলেজ কিংবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনে কিছুটা সহযোগিতা করতে হয়। সুন্দরগঞ্জ সহকারী মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা জিয়াউল ইসলাম জানান, সরকারি নিয়মানুযায়ী মফঃস্বল এলাকায় নির্দিষ্ট দূরত্ব রক্ষার পাশাপাশি ৭৫ হাজার জনসংখ্যার জন্য একটি কলেজ, প্রতিটি কলেজে ২০০ জন ছাত্রছাত্রী ও মহিলা কলেজের জন্য ১৫০ জন ছাত্রী ও ১ একর সম্পত্তি থাকতে হবে। তিনি বলেন, কলেজ স্থাপনে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তারা দূরত্ব সার্টিফিকেট দিয়ে থাকেন।